উপন্যাস

এক ভেজা বিড়ালীর বিবর্তন

আল মাহমুদ

নিপুণা টেলিফোনে 'দৈনিক অমৃত কাগজের' পিএবিএক্সের উদ্দেশে ডায়াল করে একটা রিং হতেই পেয়ে গেল উত্তর।

দৈনিক অমৃত।

আমি আপনাদের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদককে চাই। কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই এক ধরনের মিউজিক নিপুণা বানুর কানে ভেসে এলো। একটু পরেই কণ্ঠস্বর।

সাহিত্য বিভাগ। কাকে চাই?

আমি সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক সাহেবের সাথে কথা বলতে চাই।

আমিই সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক। আমার নাম দীপক খান। আপনি কে বলছেন?

আমি কবিতা লিখি। আমার নাম নিপুণা বানু। এর আগে আপনার কাছে অনেকগুলো কবিতা

পাঠিয়েছিলাম। বুঝতে পারছি না লেখাগুলো মনোনীত হলো কি না। আমি অন্য কাগজেও লিখি। ধরুন প্রথম আলো, ইত্তেফাক এবং যুগান্তরে আমার কবিতা এর মধ্যেই ছাপা হয়েছে। কিন্তু দৈনিক অমৃতে আমার একটা কবিতাও ছাপা হয়নি। ঠিক বুঝতে পারছি না আমার লেখাগুলো আদৌ ছাপার যোগ্য কি না। আমি মেয়েদের একটা স্কুলে শিক্ষকতা করি।

বাসা কোথায়?

বাসা মহাখালী।

দীপক খান কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলো।

শোন নিপুণা, আমরা ডাকে পাওয়া কবিতা মাঝে মাঝে ছাপি বটে, কিন্তু আমাদের পত্রিকায় যাদের রচনা ছাপা হয় তারা সবাই আমার বিভাগে এসে কথাবার্তা বলে এবং আমি একজন লেখক বা লেখিকাকে চাক্ষুস না দেখে তার লেখা সহসাই ছেপে দিই না। তোমার কবিতাগুলো পেয়েছি। ফাইলবক্সে এই নামে একজন কবির কবিতা ডাকে এসেছে। আমি এখনও ভালো করে পড়িনি। তুমি একবার এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলে তোমার সামনেই লেখাগুলো উল্টেপাল্টে দেখবো। হয়তো এর মধ্যে থেকে এক-আধটা ছেপে দিতে পারি। শর্ত হলো, তুমি নিজে এসে কবিতাগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। এই কথায় নিপুণা বানু কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। তারপর হাসির চেষ্টা করে বলল।

আসলে তো দীপক ভাই আমার কবিতাটিই বড় কথা। যদি লেখাটি মনোনীত করতে হয় তাহলে ডাকে পাঠানো কবিতটাই আপনি ছাপতে পারেন। এতে কবিতার গুণ বিচার করেই লেখাটি আপনি ছাপবেন। অবশ্য আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসায় আমার কোনো আপত্তি নেই।

ফিক করে একটু হাসার শব্দ পেল দীপক খান। আপত্তি না থাকলে কালই চলে এসো না কেন? আমি বারোটার পর অফিসেই থাকবো।

কথাগুলো বলে দৈনিক অমৃতের সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক টেলিফোন রেখে দিল।

নিপুণা টেলিফোনটি রেখে অস্বস্তিভরা চোখে আকাশের দিকে তাকালো। আকাশে অনেকগুলো চিল ও শকুন নিঃশব্দ উড়ে বেড়াচ্ছে। আর পাশের রাস্তা থেকে আসছে যানজটে আটকে পড়া গাড়ির হর্ন। নিপুণা গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালো এবং শাড়ির আঁচল সরিয়ে নিজের গ্রিবা ও ব্লাউজ ঢাকা উঁচু বুক দুটি পরখ করে দুহাত উপড়ে তুলে হাই তুলল। মনে মনে ভাবতে লাগলো দীপক খানের কথাগুলো। দীপক আমাকে দেখতে চান অথচ তার ফাইলে পড়ে আছে আমার পাঁচটি কবিতা। পাঁচটি কবিতার একটাও কি ছাপার যোগ্য নয়? ঠিক আছে সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক সাহেব, আপনি যা দেখতে চান আমি তো ঠিকমতোই দেখবো। আমার সাথে সাক্ষাতের পর আপনি যাতে আমার প্রতিটি অক্ষর তা কবিতাই হোক আর অকবিতাই হোক প্রকাশ করতে থাকবেন। আমার ব্যাপারে আপনাকে আমি আর থামতে দেব না। আমিও থামব না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পিঠ বাঁকিয়ে নিপুণা বানু আরো একবার হাই তুলল।

সহসা রাস্তার যানজটটা ক্লিয়ারেন্স পেয়ে সবুজ বাতি লক্ষ্য করে এগোতে লাগলো। যেন এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে অবরুদ্ধ হয়ে ছিল। একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়ির জট খোলার পুলকিত হর্ন ঘনঘন বাজিয়ে ব্যাচ সৃষ্টি করে এগুতে লাগলো। জানালায় দাঁড়িয়ে নিপুণা এসব দেখে মনে মনে প্রস্তুতি নিতে লাগলো, আগামীকালই দৈনিক অমৃতে গিয়ে হাজির হবে। পুরুষ অলঙ্কৃত নারীকে আজকাল আর দেখতে চায় না। দেখতে চায় অলঙ্কারহীনা উন্মুক্তা নারীর চুম্বক।

আমি দীপক খানকে শুধু দেখাবো না, শেখাও। আমি হবো সাহিত্য সম্পাদকের জন্য এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী শিক্ষয়িত্রী। আমি তো কবিই হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কবি হওয়ার জন্য যদি শুধু নারী বলে আমাকে মূল্য দিতে হয়, তবে আমিই বা কেন নিজের প্রাপ্যটা ঠিকমতো গুণে নেব না।

ভাবতে ভাবতে নিপুণা সোজা গিয়ে টয়লেটে ঢুকে পড়লো। ঝর্না ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আঁচল সরিয়ে উন্মুক্ত বক্ষে জলের ধারা নিজের অভ্যন্তরে বইয়ে দিল।

দুই

পরের দিন, নিপুণা নিজেকে যতটা সংযতভাবে সাজানো যায়- অর্থাৎ সাধারণ শাড়ি-ব্লাউজের সাথে ম্যাচ করে সাজগোজ করা তা করে নিতে লাগলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট দুটিতে তীব্র রক্তবর্ণের আঠালো লিপস্টিকের পোচ নিখুঁতভাবে বুলিয়ে নিল। ভুরুর মাঝখানে একটা গাঢ় নীল রঙের টিপ পরলো। শাড়ি-ব্লাউজ দুটি হালকা নীল রঙে মেলানো। ব্লাউজ কনুইয়ের উপড়ে প্রায় ৫ ইঞ্চি পর্যন্ত খালি। বাহুলতা, ফর্সা, ঝকঝকে ত্বক খুবই তরতাজা। লোমশূন্য মাংসল পেশি। হাতের কাব্জি ঈষৎ গোলগাল। তার ওপর সবুজ ডায়ালের উপর হলুদ কাঁটার বড়সর ঘড়ি। ধাতব বেল্ট। নিতম্ব ততো গুরুভার না হলেও গোলগাল। নাভি জবা ফুলের মতো গভীর। নিপুণার বয়স ২৪ বছর। এ ধরনের নারীকে সাধারণ পূর্ণ যুবতী হিসেবে একনজরেই চেনা যায়।

Festival Personal Loan

NCC Bank Ltd.
উৎসবের আগে শুধুমাত্র চাকরীজীবীদের বাড়তি খরচের যোগান দিতে NCC Bank চালু করেছে Festival Personal Loan. প্রয়োজনে ব্যাংকের যেকোন শাখায় যোগাযোগ করুন।

সে একটি স্কুলে মাস্টারি করে। বাংলা ও ইংরেজি দুটোই পড়ায়। এতে তার যা আয় হয় সেটা পারিবারের বৃদ্ধ বাবা ও মায়ের হাতে তুলে দেয়।

স্কুটারে চেপে নিপুণা কাওরান বাজারের একটা বহুতল ভবনের সামনে এসে নামলো। স্কুটারের ভারা মিটিয়ে দিয়ে বারান্দার টুলের ওপর বসে থাকা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো দৈনিক অমৃতের অফিস কত তলায়?

আটতলা পর্যন্ত লিফটে যেতে পারবেন। পরে হেঁটে একতলায় যেতে পারবেন। সেখানেই অমৃতের অফিস। উঠে যান। পেছনে ডানদিকে লিফট। দারোয়ানের কথায় নিপুণা সোজা এসে ডান দিকে একটা ছোট্ট ভিড় দেখতে পেল। কয়েকজন মহিলাও আছে। নিপুণা তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই অনেকেই তার দিকে তাকালো।

নারীর যৌবনের নিজস্ব একটা দীপ্তি আছে। যদিও নিপুণা তেমন কোনো সাজগোজ করেনি, কোনো অলঙ্কার ইত্যাদি পরে ঝলমলিয়ে আসেনি। তবু স্বাভাবিকভাবেই ভিড়টার সমস্ত নারী-পুরুষের দৃষ্টি তার দিকে আড়চোখে এসে থেমে গেল।

নিপুণা বুঝতে পারলো, সবাই তাকে দেখছে। সে মনে মনে হাসলো। বরং মাঝে মাঝে আঁচল সরিয়ে দর্শকদের লোভ আরো উস্কে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই লিফট এসে গ্রাউন্ডে থামলো। লিফটম্যান দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলল, লিমিট পনেরো জন। আপনারা এর বেশি উঠবেন না।

সবাই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লেও নিপুণা বাইরে থেকে গেল। সে ধাক্কাধাক্কি করতে জানে না। লিফটম্যান তাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, আপনি আসুন ম্যাডাম।

নিপুণা হাসলো। আপনাদের লিমিট ছাড়িয়ে যাবে না তো?

আরে ঢুকে পড়ুন না। নিপুণা লিফটের ভেতর প্রবেশ করতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং লিফট উঠতে শুরু করল। নিপুণা ছোট্ট করে বলল, আমি অষ্টম তলায় নামব।

লিফটম্যান একটা নম্বরে টিপ দিয়ে অবাক চোখে নিপুণাকে দেখছে।

এই সুযোগে নিপুণাও স্থান-কাল বিবেচনায় না এনেই আঁচল সরিয়ে চিচিংফাঁক দেখিয়ে দিল।

লিফট এসে অষ্টম তলায় দাঁড়ালো। দেখা গেল যে এখানেই সব মানুষ একসাথে নেমে যাচ্ছে। নিপুণা নিজেও। নিপুণা জানে তাকে আরও একতলা বেশি পায়ে হেঁটে উঠতে হবে। সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে এসে একটি কাচে আবৃত দরজার সামনে

দাঁড়াতেই দারোয়ান জিজ্ঞেস করল। আপনি কার কাছে যাবেন ম্যাডাম?

আমি দৈনিক অমৃতের সাহিত্য বিভাগের দীপক খানের কাছে যাব। তিনি আমাকে আসতে বলেছেন।

দারোয়ান গেটের পাল্লা সরিয়ে দিয়ে বলল, যান।

এখানে অনেক জুতা রাখা আছে দেখে নিপুণা তার হিলের বেল্ট খুলতে গেলে দারোয়ান বলল, আপনার জুতা খুলতে হবে না। আপনি যান। সোজা গিয়ে ডানদিকে যান। দুই-তিনটা দপ্তরের পরে সাহিত্য বিভাগ। দীপক সাহেব অফিসেই আছেন।

নিপুণা বানু নিজেকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে সোজা গিয়ে সাহিত্য বিভাগের দরজায় দাঁড়ালো। অন্যান্য কাঁচের বক্সের চেয়ে মনে হয় সাহিত্য বিভাগের দপ্তরটি বেশ বড়। দরজায় হালকা খয়েরি রঙের পর্দা ঝুলছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিপুণা দেখল ভেতরে একজন মধ্য বয়সী ফর্সা লোক বসে আছে। নিপুণা ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে লোকটি হাতের ইশারায় সম্মতি সূচক ইঙ্গিত করল।

নিপুণা ভেতরে গিয়ে সামনের একটি চেয়ারে বসে পড়ল। আমি জনাব দীপক খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

আমিই দীপক। আপনার নাম যেন কী?

আমি নিপুণা বানু। আপনার কাছে কয়েকটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম। আপনি আমাকে আসতে বলেছেন,

ও আচ্ছা। আপনি কবি।

কথাটার মধ্যে কৌতূহল থাকলেও কোনো শ্লেষ নেই মনে হলো নিপুণার। সাথে সাথে এ কথা মনে হলো, প্রথম সুযোগে এই চকচকে কামানো মুখওয়ালা মধ্যবয়স্ক লোকটিকে বশে আনতে হলে নিপুণাকে জড়তা ত্যাগ করতে হবে।

মুহূর্তের মধ্যে নিপুণা তার সুডৌল বাহু দুটি আচলের ভেতর থেকে বের করে টেবিলের আসনে মেলে দিল। আঁচল সরে যাওয়ায় তার কণ্ঠ থেকে বুক পর্যন্ত উদোম হয়ে গেলে লোভাতুর দুটি চোখ মেলে তার চোখে দেখে নিয়ে হাসল।

আরে তোমাকে আসতে বলেছি তো। এই কবিতাগুলো যে প্রকৃতপক্ষে একজন মহিলার লেখা সেটা পরীক্ষা করার জন্য। আজকাল অনেক ব্যর্থ কবি সম্পাদকের আকর্ষণ পাওয়ার জন্য মেয়েদের নামে কবিতা পাঠায়। বুঝলে না? এসবই তো এখন চলছে।

হাসার চেষ্টা করলেন সাহিত্য সম্পাদক। আমি কিন্তু খান সাহেব সেই চেষ্টা করিনি। আমি কিন্তু মেয়েই। খুব সুন্দর শব্দ করে হাসল নিপুণা। অনেকটা কাচের চুড়ির শব্দের মতো তার হাসি।

আরে এতে তো আর কোনো সন্দেহই নেই।

তাহলে আমার কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন খান সাহেব।

এ কথায় দীপক খান মেয়েটির বাকচাতুরিতে ঈষৎ স্তম্ভিত হলো। সাহসী মেয়ে সন্দেহ নেই। সুন্দরীও। দীপক ভাবলো এ আসলে কবিতা লিখতেই সম্ভবত বেশি আগ্রহী হবে। এ ধরনের মেয়েরা সহজবোধ্য হয় না। দীপকের অভিজ্ঞতা আছে। বরং বিপরীতে কিছু ভাবতে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি করে। দীপক কবিতার ফাইলটি ড্রয়ার থেকে বের করল। ফাইলটি খুলতেই কয়েকটি পৃষ্ঠা লাল ক্লিপ আঁটা দেখতে পেল। দীপক কিছু বলার আগেই নিপুণা বলল, এগুলো আমার কবিতা। ক্লিপে আটকানো পৃষ্ঠাগুলো দীপক টেবিলে রেখে বাকি ফাইলটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে নিল।

নিপুণা এই নামটা মনে হয় আমি অন্যান্য পত্রিকাতেও দেখেছি। তুমি কি তাহলে একেবারে নতুন কবি নও? একটু-আধটু পরিচয় আছে। তোমার যে কবিতাটি এখানে প্রথম দেখা যাচ্ছে এটা তো ছন্দে লেখা তাই না?

জি মাত্রাবৃত্তি।

নিপুণা বুঝল লোকটা ছন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথচ এতো বড় একটা পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা ছাপিয়ে চলেছেন। সবই নতুন কবিদের কবিতা। কবিতা ছাপতে গেলে যে সম্পাদকের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রা বৃত্ত জানা থাকতে হয়, তা সম্ভবত বাংলাদেশের অধিকাংশ সাহিত্য সম্পাদকের জানা নেই। নিপুণা ভাবল এককালের বিখ্যাত সাহিত্য মাসিক সমকালের সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর মৃত্যুর পর আর কোনো ছন্দ জ্ঞান সম্পন্ন সম্পাদক, সাময়িকীগুলোর সম্পাদনার দায়িত্বে আসতে পারেননি। এখন যারা বড় বড় পত্রিকার সম্পাদক যে সব পত্রিকার সার্কুলেশন লাখ লাখ কপি তাদের সাহিত্য পৃষ্ঠাগুলোর সম্পাদনায় নিয়োজিত আছেন দীপক তাদেরই একজন। আড়চোখে দীপক কামালের দিকে তাকাতেই নিপুণার সঙ্গে ঐ মধ্যবয়স্ক লোকটির চোখাচোখি হয়ে গেল। দীপক বলল,

আচ্ছা কবি নিপুণা বানু তোমাকে আপনি না বলে তুমি বলাতে মাইন্ড করনি তো?

না, মাইন্ড করব কেন? আপনি তো বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ই হবেন।

আচ্ছা তুমি কি শুধু কবিতাই লেখ? না ফিচার-টিচার, পুস্তক সমালোচনা কিংবা রিপোর্টার্স কোনো কিছু লেখালেখি করতে পার।

প্লেটে সাজানো জেলি মাখানো বিস্কিটের মতো দীপক খানের বক্তব্য নিপুণার দিকে যেন, বাড়িয়ে দেয়া হলো।

আমি কবিতাই লিখি স্যার।

তবে মনে হয় আপনি যে বিষয়ে কন্ট্রিবিউট করার জন্য ঈঙ্গিত দিচ্ছেন সেটাও আমি লিখতে পারব। কারণ আমি বাংলা ভাষাটি শুদ্ধভাবে লিখতে পারি। এখনো গদ্যের মধ্যেও যে একটা বহমানতা আছে সেটা আমি আমার নিজের লেখাতে ফুটিয়ে তুলতে পারি। আপনি সুযোগ দিলে আপনাদের পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে কন্ট্রিবিউট করার খানিকটা যোগ্যতাও রাখি। তাছাড়া আমি যেহেতু শিক্ষিকা, পড়ানোই আমার অভ্যেস এবং ছেলে মেয়েদের কার কি ঝোঁক তা ধরতে পারি।

নিপুণা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

এবারের হাসিটা ঠিক চুড়ির শব্দের মতো নয়। যেন অনেক দূরের কোনা কামরায় ভরা কাচের গ্লাস হাত থেকে মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেছে।

তোমার হাসিটি কিন্তু ভারি মিষ্টি।

দীপকের এ কথার কোনো জবাব দিল না নিপুণা বানু। কারণ তখনও তার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হাসি সংযত করার প্রয়াস।

তোমার কবিতাগুলো গুচ্ছ কবিতা হিসেবে এ সংখ্যায় ছেপে দিচ্ছি। তুমি তো ছন্দ-টন্দ সম্পর্কে অনেক জানো দেখাতে পাচ্ছি।

জি স্যার। ঐ বিদ্যা অর্থাৎ ছন্দ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে পঙ্‌ক্তি রচনা করা যায় বটে কিন্তু কবিতা রচনা করা যায় না। আর আশ্চর্য যে আপনি একটা পত্রিকার সম্পাদনা করেন বটে কিন্তু ছন্দ সম্পর্কে জানেন না।

নিপুণা আবার হাসলো।

এবারের হাসিটা এক দিক্‌বিজয়ী সেনাপতির খোলা তরবারির মতো। নিপুণা

এনসিসি ব্যাংক হাউজিং লোন

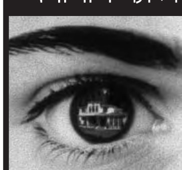

সহজ ও সাশ্রয়ী

যোগাযোগ করুন :
ধানমন্ডি শাখা-ফোন ৮১১০৫১৮, গুলশান শাখা-ফোন ৮৮১৮০৯৩
উত্তরা শাখা-ফোন ৮৯৫৬৪৮৭, মিরপুর শাখা-ফোন ৮০১৮০৩৬

বুঝতে পারলো যে লোকটিকে সে সম্পূর্ণ পরাজিত করেছে। তার পড়াশোনা অধিত বিদ্যা এবং কাব্যগুণ দিয়ে। কিন্তু নিপুণা চায় লোকটিকে সে পরাজিত করবে তার শরীর দিয়ে। এর মধ্যেই দীপক যেহেতু তাকে পত্রিকায় নানা লেখা লিখে কন্ট্রিবউট করার লোভ দেখাচ্ছে তখন নিপুণাও চায় দীপককে লালসাসিক্ত একটা লোভী লোকে পরিণত করতে। নিপুণা তার আঁচল সরিয়ে শাড়িটা বুকের একপাশে ছলনাময়ীর মতো ভাঁজ করে রাখলো। দীপক লাল তিল আঁকা বুকের ওপর অংশটি হাঁ করে দেখছে। তোমার কবিতাগুলোর মতোই তুমি খুব সুন্দর নিপুণা।

তাহলে আমার কবিতাগুলো ঠিক মতোই পড়েছিলেন। কিন্তু ছেপে দিতে পারেননি। কারণ আপনি মেয়ে দেখতে খুব ভালোবাসেন তাই না স্যার?

দীপক নিপুণার এই কথার সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে বলল, আমি তোমাকে আমাদের এই পত্রিকায় অনেক সুযোগ দিতে পারি।

আমি কিন্তু সুযেগ নিতেই এসেছি।

আবার হাসলো নিপুণা। লক্ষ্যভেদী হাসি।

এর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের কৌতূহলী লোকজন সাহিত্য বিভাগের কামরার পর্দা সরিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে গেছে দীপক খানের কামরায় এমন সুন্দর হাসির উৎসটি কে? এতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কিন্তু এককাপ চা খেতেও বলতে ভুলে গেছি। দুকাপ চায়ের কথা বলি।

বলুন স্যার। এ সময় একটু চা আমারও খেতে ইচ্ছা করছে।

এ কথায় দীপক বেল টিপে পিওনকে দু'কাপ চা দিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল।

নিপুণা নিশ্চিত হল যে এখানে কবিতার প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছু করার নেই। এটা কবিতার জায়গা নয়। এই লোক কাব্য বোধহীন, নিরেট এক মস্তিষ্কের অধিকারী। তার পরনে অদৃশ্য সাহিত্য আলখেল্লা আছে বটে কিন্তু তার কাজ কবিতার বিপরীতমুখী। অবশ্য নিপুণা জেনেই এসেছে এখানে কবিতার কিছু করতে নেই। দীপক তাকে দেখতে চেয়েছে এবং নিপুণা তাকে দেখাতেই এসেছে। আর এই দেখানোটা সার্থক হয়েছে। এখন এই লোক যা চাইবে তা দিতে পারলে এই পত্রিকা অফিসে নিপুণার অনতিক্রম কোনো বাধাই থাকবে না।

নিপুণা খুব ধীরে ধীরে চিন্তাভাবনা করে চায়ে চুমুক দিতে থাকলো। যদিও তার মনে হলো সে বিজয়ী হয়েছে কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মনে হলে যে তার নিজের দোষেই তার কাব্যশক্তির, মেধার, তার স্বপ্ন সৃষ্টির ক্ষমতা, তার নিজের ইচ্ছাতেই হয়তো পরাজিত নয় তবে অবদমিত তো হয়েছে। এ কথা ভাবতেই নিপুণার কবি হৃদয় সম্ভবত বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে দুচোখে উপচে উঠতে চাইলো। নিপুণা নিজে ভেঙে যাচ্ছে কিংবা ভেসে যাচ্ছে ভেবে দ্রুত চা টা শেষ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি তাহলে আসি দীপক ভাই।

যাবে, যাও। আমি তোমার কবিতাগুলো এখনই প্রেসে দিয়ে দিচ্ছি। নিপুণা আর কোনো কথা না বলে মুহূর্তের জন্যও ফিরে না তাকিয়ে পর্দা সরিয়ে সাহিত্য বিভাগ থেকে বেরিয়ে গেল এবং সোজা হেঁটে দৈনিক অমৃতের গেট পেরিয়ে নেমে এলো নিচে।

তিন

পরের শুক্রবারেই নিপুণা বানুর পাঁচটি কবিতার একটি গুচ্ছ দৈনিক অমৃতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রকাশ পেল। নিপুণা কাগজটা হাতে পেয়ে যখন দেখল যে মোটা অক্ষরে নিপুণা বানুর একগুচ্ছ কবিতার শিরোনামে তার পাঁচটি কবিতাই ছাপা হয়েছে, তখন কবিতাগুলো পড়ে দেখার আর ধৈর্য তার রইলো না। সে পত্রিকাটি ভাঁজ করে সোফায় নামিয়ে রাখল। একই সঙ্গে আনন্দ-হতাশা অশ্রুজলে চোখ তার ভিজে গেল। নিপুণা ভাবল শুধু কবিতাগুলো রচনার নিজগুণে, তার কাব্যশক্তির প্রখরতায় প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে তার আঁচল ঢাকা শারীরিক সৌন্দর্য একটা লালসাসিক্ত চোখের সামনে খানিকটা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায়।

নিপুণা হু হু করে কেঁদে উঠল। অথচ সে নিশ্চিতভাবে জানে সে বিজয়ী। এখন ঐ লোকটা সে যা কিছু লিখবে তা অমৃতের সাময়িকীতে মোটা অক্ষরে নিয়মিত প্রকাশ করে যাবে। এ সময় টেলিফোন বেজে উঠল। নিপুণা রিসিভার তুলতেই তার হ্যালো বলার আগেই অন্যপ্রান্ত থেকে উল্লসিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

কে নিপুণা? তোমার কবিতাগুলো ছাপা হয়েছে। নিশ্চয়ই দেখেছো। এর মধ্যে কয়েকজন আমাকে টেলিফোন করে বলেছে আমি তোমার প্রতি নাকি পক্ষপাত করেছি। অবশ্য এরা সবাই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়ে কবির দল, শুনতে পাচ্ছ?

অত্যন্ত গম্ভীর এবং গাঢ় কণ্ঠে নিপুণা বলল, হ্যাঁ দীপক ভাই আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। কবিতাগুলোও আপনার কাগজে দেখেছি। কারা কি বলল, তাতে অবশ্য আমার কিছু এসে যায় না।

না আমি বলছিলাম কি তোমার কবিতাগুলো সত্যিই ভালো হয়েছে। আমি ছাপাতে পেরে খুবই আনন্দিত।

দীপকের হাসি শুনতে পেল নিপুণা, এ হাসিতে নিপুণার ধৈর্য ভেঙে গেল। দেখুন দীপক ভাই আমার কবিতাগুলো কি মন্দ তা আমি আপনার কাছ থেকে আর জানতে চাই না। কারণ আমার কবিতাগুলো বেশ কিছু কাল আপনার ফাইলে পড় ছিল আপনি ছাপেননি। ছেপেছেন তখন যখন আমি আপনাকে দর্শন দিয়েছি। আমাকে দেখে আপনার পছন্দ হয়েছে। আপনি লুব্ধ হয়েছেন। এখন এই কবিতা বলুন আমার কোন কাজে লাগবে?

নিপুণার কণ্ঠস্বর ভেজা, আর্দ্র এবং কান্নামিশ্রিত।

এটা একটা কথা হলো নিপুণা, তোমার কবিতাগুলো পড়েই তো আমার কৌতূহল হয়েছিল তোমাকে একটু দেখি। এর মধ্যে দোষটা কোথায়। তুমি খুবই সুন্দরী যুবতী। তোমার কবিতার মতোই সুন্দর। সাহিত্য পৃষ্ঠার সম্পাদক হিসেবে আমার এতোটুকু কি কৌতূহল থাকতে পারে না?

দীপকের এই কথার জবাবে নিপুণা কোনো শব্দ করলো না। রিসিভার ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

কি ব্যাপার কথা বলছ না যে?

বলার তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

বুঝেছি অভিমান হয়েছে। ঠিক আছে আজ তো ছুটির দিন। তোমার স্কুল নেই। চলে এসো না অমৃতে। আমি তোমার ভুল বোঝাবুঝির জন্য খেসারত হিসেবে এক কাপ কফি খাইয়ে দিব। আসবে?

দারুণ আকাঙ্ক্ষা এবং পুরুষালী বাসনার আওয়াজ যেন টেলিফোনের ভেতর দিয়ে নিপুনার অন্তরকে স্পর্শ করল।

বারে, আপনি যখন বলছেন তখন আসব না কেন। আমি দুপুরে স্নানাহার সেরে বাসা থেকে বেরুব।

আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এলে তোমাকে নিয়ে গিয়ে কোন ভালো রেস্তরাঁয় দুজনে লাঞ্চ সেরে নিব।

ঠিক আছে। আপনার এই ইচ্ছে হলে আমি লাঞ্চের আগেই অমৃতে গিয়ে পৌছাব।

এই কথা বলেই নিপুনা টেলিফোন ছেড়ে দিল।

দীপক ও নিপুনা লাঞ্চ সেরে অমৃতের দপ্তরে ফিরতেই টেলিফোন বেজে উঠল। দীপক টেলিফোন তুলেই আবার রেখে দিয়ে বলল, কি ব্যাপার? এডিটর সাহেব আমাকে তার কামড়ায় ডেকে পাঠিয়েছেন। সম্ভবত আজকের সাময়িকীর পৃষ্ঠায় যেসব আর্টিকেল ছাপা হয়েছে তাতে কোনো আপত্তিকর কিছু পেয়েছেন। হয়তো বা। তুমি একটু বসো আমি সম্পাদক সাহেবের কামড়া থেকে ঘুরে আসি।

সম্পাদক আলী আসগরের কামড়ায় ঢোকা মাত্রই আলী আসগর হেসে দীপকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওয়েল

কাম দীপক। তোমার পৃষ্ঠাগুলো আজ সকালে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম। বেশ ভালো হয়েছে। আচ্ছা একটা বিষয় তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি এই যে নিপুনা বানুর এক সঙ্গে ৫টি কবিতা তুমি ছাপিয়ে দিয়েছ। সাহিত্য পাতার প্রায় অর্ধেক পৃষ্ঠা জুড়ে একই জনের কবিতা দেখতে পাচ্ছি। এর আগে তো এটা লক্ষ্য করিনি। কবিতাগুলো আমি সব পড়েছি। ছন্দবন্ধ কবিতা লেখার নিয়ম তো আজকাল উঠেই গেছে। অথচ এই মেয়েটি ৫টি কবিতাই নানা ছন্দে লিখেছে। সমিল সুন্দর শব্দ যোজনায় সঙ্গীতময় বহুদিন আমি কোনো তরুণ কবির কবিতায় এ ধরনের লিরিকের অভ্যেস লক্ষ্য করিনি। আমার মনে হয় তোমার প্রকাশিত কবিতাগুলোর লেখিকার মধ্যে প্রকৃত কবিত্ব শক্তি আছে। একে একটু প্রায়োরিটি দিলে প্রচলিত কবিতার স্বভাব এই মেয়েটি বদলে দিতে পারবে।

Thank you দীপক। এই কথা বলার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। এই কবি যদি কোনদিন তোমার দপ্তরে আসে তাহলে নিয়ে এস আমার কাছে। আচ্ছা এসো বলেই সম্পাদক আলী আসগর তার সামনে পড়ে থাকা একটি অর্ধ সমাপ্ত নিবন্ধের ওপর ঝুঁকে পড়ল। দীপক দরজা ঠেলে কামড়ার বাইরে এসে কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একবার ভাবল ফিরে গিয়ে নিপুনাকে এনে সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে কিনা? কিন্তু কি মনে হওয়াতে সে নিঃশব্দে গম্ভীর মুখে গিয়ে নিজের কামড়ায় গিয়ে দেখলো নিপুনা মাথা নুইয়ে একটি পত্রিকা দেখছে।

দীপক নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল এবং অবাক হয়ে নিপুনাকে দেখতে লাগল। নিঃশব্দ নির্বাক দৃষ্টি। অনেকক্ষণ পর দীপক হাসার চেষ্টা করল।

তোমার কাছে আরো গুচ্ছ কবিতা নিশ্চয়ই আছে। আমি আগামী একটা সংখ্যা বাদ দিয়ে তোমার আরো কিছু কবিতা ছাপতে চাই।

কিন্তু দীপক ভাই আমার খাতায় এই মুহূর্তে আর কোনো অপ্রকাশিত কবিতা নেই। আপনি চান তো আরো এক গুচ্ছ কবিতা চেষ্টা করে লিখে দিতে পারি। তাহলে অন্তত আরো এক মাসের সময় দিতে হবে।

একমাস তো অনেক সময়।

হাসলো দীপক।

আপনি তো বলেছিলেন আমাকে দিয়ে ফিচার-টিচার এসব লেখাবেন। আমিও আগ্রহী দীপক ভাই- এভাবে কন্ট্রিবিউট করে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহলে সেটা আমার উপকারে আসবে। কবিতার বিল আর কত দিবেন?

খুব কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল নিপুনা বানু। আমি ঐ পাঁচটি কবিতার জন্য তোমাকে এক সঙ্গে হাজার দেড়েক টাকা দেব। আর ফিচার-টিচারের ব্যাপারে তুমি কি করবে তা একটু ভেবে দেখতে হবে।

হাসল দীপক।

আমি সবই পারব। বাংলা গদ্যটা, আমরা ধারণা আমার আয়ত্তে এসেছে। আপনি যা বলবেন তার উপরই কয়েক পৃষ্ঠা লিখে এনে হাজির করতে অসুবিধা হবে না।

আত্মবিশ্বাসে শিরদাঁড়া সোজা করে কথা বলছে নিপুনা।

দীপক কোনো কবির মধ্যে এই ভঙ্গিটি এর আগে দেখতে পায়নি। সহসা দীপকের মনে হল নিপুনা শুধু সুন্দরী মেয়ে নয়, এর বাইরেও কিছু একটা ওর মধ্যে আত্মস্থ হয়ে আছে যেন।

আচ্ছা কবি, তোমাকে যদি ধর এদেশের কোনো বিখ্যাত লেখকের ইন্টারভিউ গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে তুমি কি সেটা পারবে? প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাকে ঠিক করে নিতে হবে। যদি তেমন ইন্টারভিউ তুমি আনতে পার তাহলে তোমাকে প্রতিটি আইটেমের জন্য কনভেন্স বাদে আট হাজার টাকা দিতে পারব।

খুব সিরিয়াস হয়ে কথা বলছেন দীপক ভাই।

নিপুনা পাঁচ হাজার টাকার কথা শুনেই কেমন যেন ঝিলকিয়ে উঠল। তার ভেতরটা তড়বড় করছে। পাঁচ হাজার টাকা!

আমি রাজি। বলুন কার সঙ্গে আগে গিয়ে সাক্ষাৎ করব। নামটা জানালে তার বিষয়ে ঠিকমত পড়াশোনা করে প্রশ্ন সাজিয়ে নেব। আমার মনে হয় আমাদের দেশের সাহিত্যের প্রায় সব বড় প্রখ্যাত মানুষের রচনা আমার অল্প বিস্তর পড়া আছে। এমন কি অনেকের ব্যক্তি জীবন পর্যন্ত আমার অজানা নয়। আপনি অনুমতি করলে আমার প্রিয় কবি কথাশিল্পী আবুল আব্বাসের ইন্টারভিউ দিয়ে কাজটা শুরু করা যায়।

নিপুনার কথায় তার প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা যেন উপচে পড়ল।

বল কি মেয়ে! কবি আবুল আব্বাস তো আমাদের অমৃতের ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান। তুমি তাকে দিয়ে শুরু করতে চাও? দুঃসাহস সন্দেহ নাই। তবে এটাও ঠিক, ইন্টারভিউ শুরু করলে তাকে দিয়ে শুরু করলেই আমার জন্য সুবিধাজনক হবে বলেই, তিনি টেলিফোন তুলে দুটি নাম্বার টিপলেন।

ঐ প্রান্ত থেকে জবাব পেয়ে অতি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, স্যার আমরা সাহিত্য বিভাগ থেকে কবি আবুল আব্বাসের একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই। আপনি সম্মতি দিলে আমরা তার আয়োজনে নেমে যাব।

দীপকের এই কথায় অপর প্রান্ত থেকে কি কথা এল তা বোঝা গেল না। কিন্তু দীপক সহসা উচ্চ স্বরে হেসে উঠে বলল, ইয়েস স্যার, থ্যাংকিয়ু স্যার।

বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে দীপক নিপুনার দিকে তাকালো।

সম্পাদক সাহেবের সম্মতি পাওয়া গেল। এবার তুমি তোমার কাজ শুরু করে দিতে পার। বেশ উচ্ছসিত কণ্ঠস্বর সাহিত্য সম্পাদকের।

তাহলে আজ আমি উঠি দীপক ভাই। এখন থেকেই আমি কাজ শুরু করলাম। আপনার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলবো না। আমাকে পারিশ্রমিক হিসেবে পাঁচ হাজার টাকাই কিন্তু দিতে হবে।

নিপুনা উঠে দাঁড়ালো।

পাঁচ হাজারই পাবে। তবে একটা ছোট্ট শর্ত লাগিয়ে দিচ্ছি, সেটা হল তোমাকে আরো একগুচ্ছ ছন্দ ও মিলের কবিতা অমৃতের সাহিত্য বিভাগের জন্য প্রস্তুত করে আনতে হবে, রাজি?

অফারটা নিঃশর্ত হলেই ভালো ছিল দীপক ভাই। তবু আপনি যেহেতু একটা বড় কাজ দিয়েছেন তাই আমি এর সঙ্গে একগুচ্ছ কবিতা দেয়ার চেষ্টা করব।

বলেই নিপুনা দীপকের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। যেতে যেতে লক্ষ্য করল আশেপাশের অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ নিপুনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। নিপুনার ভাবনা এটা কি তার ঐ গুচ্ছ কবিতার প্রতিক্রিয়া? হবেও বা।

চার

লিফটে গ্রাউন্ডে নেমেই রাস্তায় বেরিয়েই

নিপুনার মনে হল যেন সারা ঢাকা শহরটা কোন যাদু মন্ত্র বলে আর কাছে পাল্টে গেছে। প্রতিটি ইমারতকে মনে হল এসব স্থাপত্য ও চকমিলানো নির্মাণ যেন আসলে কতগুলো দিয়াশলাইয়ের বাক্স মাত্র। অন্যান্য দিনের অভ্যেস মতো নিপুনা রাস্তায় নেমেই একটা সিএনজি স্কুটারের খোঁজ করার বদলে অন্যমনস্কভাবে বড় রাস্তার দিকে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে। যেন যানবাহনের ভিড় চলাচল ও লোক সমাগম তার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। যেন কাউকে চোখে পড়ছে না তার। কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে নিপুনা। স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী স্বপ্নের ঘোরে নিপুনা যেন সব প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে অদৃশ্য পা ফেলে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু একটু এগোতেই তার স্বপ্নে ঘোর বাস্তবের রেলিংয়ে এসে ধাক্কা খেল।

আরে সে যাচ্ছে কোথায়? তার বাড়ি তো মহাখালীর একটি গলির ভেতরে। যদিও বাড়িটা ভাড়া বাড়ি নয়। তার পিতার কষ্টের অতীতের কৃচ্ছ্রতার উপহার। এখন নিপুনা সারা ঢাকা শহরটাকে অসংখ্য দেয়াশোলাই-এর বাক্স ভেঙে উড়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছে।

এর মধ্যে একটা স্কুটারকে পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখে নিপুনা তাকালো।

এই ভাই। গাড়িটা নিপুনাকে অতিক্রম করে দু'গজ দূরে থেমে পড়ল।

মহাখালী যাবেন?

মিটারের চেয়ে পাঁচ টাকা বেশি দেবেন ম্যামসাব।

বেশি কেন?

এখান থেকে মহাখালী গিয়ে এখন এই বেলায় পোষাবে না। সেই জন্য পাঁচ টাকা চেয়ে নিচ্ছি।

ড্রাইভারের এই কথায় নিপুনা কাল বিলম্ব না করে স্কুটারে উঠে বসল।

গুলশানে দৈনিক অমৃতের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রকৃতপক্ষে মূল মালিক জনাব আবুল আব্বাসের বাড়ির সামনে এসে নিপুনা একটু ভীতি বিহ্বল দৃষ্টিতে বিশালাকার পাঁচতলা ইমারতটি দেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

আজ নিপুনার সাজ একটু অন্যরকম। সিল্কের একটি চকলেট রঙের শাড়ি এবং ম্যাচ করে ব্লাউজ পরে তৈরি হয়ে এসেছে। ঠোঁটে লাল আভাযুক্ত খয়েরি রঙের লিপস্টিক নিখুঁত করে ঘঁষে ওষ্ঠ রঞ্জিত করেছে। নাভী এবং পিঠ প্রায় উন্মুক্তই বলা যায়। বুকের দিকে ব্লাউজের কাট এমন যে তার স্তন যুগল সামনের দিকে উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গলায় সবসময় যে সরু কণ্ঠহারটি পরে সেটাও এখন নেই। সাদা দীপ্তিময় গ্রীবা। কণ্ঠার হার উন্মুক্ত। আবুল আব্বাসের বয়স যে এখনও সত্তর পেরোয়নি এটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এবং তার একটি ছবির সঙ্গে ভদ্রলোকের অবয়বের সুদৃঢ় কাঠামো অবলোকন করে নিপুনা নিজের জন্য শাড়ি ব্লাউজ ইত্যাদি নির্বাচন করে পরে এসেছে। একবার ভেবেছিল সালোয়ার কামিজ পরে যাবে। সালোয়ার কামিজে চলাফেরা একটু সুবিধা হয়। কিন্তু বাঙালি নারীর আকর্ষণের প্রধান অস্ত্র যে শাড়ি ব্লাউজ নিপুনা বহু পরীক্ষায় এবং বাস্তব জ্ঞানে চর্চা করে বুঝে নিয়েছে। অবশ্য আবুল আব্বাসকে রূপ দেখিয়ে নমনীয় করা যাবে সেটা নিপুনা মনে করে আসেনি। টেলিফোনে তার সঙ্গে আলাপে প্রথম রাজি হতে চাননি। পরে অবশ্য বুঝিয়ে শুনিয়ে একটি ইন্টারভিউ দিতে রাজি করিয়েছে নিপুনা।

আমি স্যার আসলে আপনার মতো মহৎ লোকের একটা অলংকৃত ফিচারই ছাপতে চাই। ইন্টারভিউ কথাটা হলো একটা কথার কথা মাত্র। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপনার অবদান এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আপনার সততার বিষয়ে ভালো করে জেনে ফিচারটি সংবাদ পত্রের জন্য তৈরি করতে চাই। সোজা কথা আপনার মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব বোধের একটা বিবারণ মাত্র দৈনিক অমৃতের জন্য রচনা করব স্যার।

আপনি কি করেন?

কবিতা লিখি। আর অমৃতে কিছু লেখালেখি করি। পেশায় আমি শিক্ষিকা।

আপনি যে আমার উপর গুছিয়ে লিখতে পারবেন এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি তো কোনো প্রফেশনাল জার্নালিস্ট নন।

তা আমি নই। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আমি বাংলাটা প্রফেশনাল জার্নালিস্ট কিনা জানি না এবং একই সঙ্গে আপনি চাইলে আমি ইংরেজিতে আপনার ওপর একটা আস্ত ফিচার তৈরি করতে সক্ষম।

দেখুন মিস নিপুনা আমার সময়ের মূল্যটা বুঝতে হবে।

আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করতে পারেন স্যার। আমি জানি আপনার সময় অত্যন্ত মূল্যবান। তবে আমি যে ধরনের ফিচার আপনার উপর তৈরি করতে চাই সন্দেহ নেই এতে আমাকে অন্তত ছয় ঘন্টা সময় দিতে হবে। এই ছয় ঘন্টা সময় আমি এক সঙ্গে চাই না। দুদিনে বা তিন দিনে এই সময়টা আপনি আমাকে বের করে দেবেন। একটানা এক জায়গায় বসে আপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির হয়ত আমার সঙ্গে কথা বলা সম্ভবপর হবে না। আপনি চাইলে আপনি যেখানে যেখানে সভা সমিতি মিটিংয়ে যাবেন আমি আপনার পাশে গাড়িতে বসে টুকে নিতে থাকব। আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে আসবো আমার নিজের জায়গায়। এভাবে আমি আমার কাজ করব। কাজটা ফটোগ্রাফিক হবে না হবে আন্তরিক। আমি তো বললাম আমি ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি আপনার ব্যক্তি প্রতিভা, পৌরুষ ও পরাক্রম মুগ্ধ হয়ে দেখতে। আমি একটা মাত্র সুযোগ ভিক্ষা করছি স্যার।

টেলিফোনে নিপুনা বানুর মিনতিই যেন ঝরে পড়ল।

তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে মিস তোমাকে অন্তত একবার দেখা উচিত। ঠিক আছে তুমি কি করতে পারবে তা অবশ্য আমি জানি না। তবে তোমাকে অন্তত একটা সুযোগ দিতে চাই। কালই আমার একটা দিন ব্রেক আছে। তুমি ব্রেকফাস্টের পর এই ধর সকাল সাড়ে সাতটায় চলে আসতে পারবে? বরং তুমি আরো সকালে চলে এসে আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট কর। জাস্ট সিক্স ইন দ্য মর্নিং। ওকে।

আবুল আব্বাস টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন।

হাতের কব্জি উল্টে নিপুনা দেখল এখন ভোর ছটা। তার সামনে আবুল আব্বাসের বিশাল ইমারত। আবুল আব্বাস তিন তলায় থাকে।

নিপুনা মনে মনে প্রথম সাক্ষাৎটি পরিকল্পনা করে নিল। বাড়িতে ঢুকেই আবুল আব্বাস কি কারণে পোশাক আশাকে সজ্জিত এবং কি অবস্থায় আছেন সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল। সহসাই একটা অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী প্রায় সত্তর বছরের প্রচন্ড পুরুষকে তার দিকে তাকাতে বাধ্য করা যায় সেটা নিপুনা মনে মনে হাতড়াতে লাগল। কিন্তু তার পা এসে সিঁড়িতে ঠেকেছে। সামনেই দারোয়ান। বিশাল বপু। মাথায় কাবুলিওয়ালাদের মতো পাগড়ি বাঁধা। প্রায় ছ'ফিট লম্বা লোকটিকে চমকে দিয়ে সে বলল,

আমি আমি মি. আবুল আব্বাসের সাক্ষাৎ প্রার্থী। তিনি আমাকে আসতে বলেছেন। আপনি তার ফ্ল্যাটে যেতে আমাকে সাহায্য করবেন দারোয়ানজি?

বলতেই দারোয়ান সোজা হয়ে দাঁড়াল। আসুন মেমসাহেব। আমি আপনাকে লিফটে তুলে দিচ্ছি। আপনি অমৃত পত্রিকা থেকে আসবেন সেটা আমাকে বলে রাখা হয়েছে।

নিপুনা দারোয়ানকে অনুসরণ করে লিফটে এসে ঢুকল। দারোয়ান নিজেই লিফটের নাম্বার টিপে হাত সরিয়ে নিয়ে চলে গেল। লিফটে এসে যাথারীতি তে'তলার ফ্ল্যাটের দুয়ার খুলে দিল। নিপুনা বাইরে পা দিয়ে দেখল ফ্ল্যাটের সবটাই

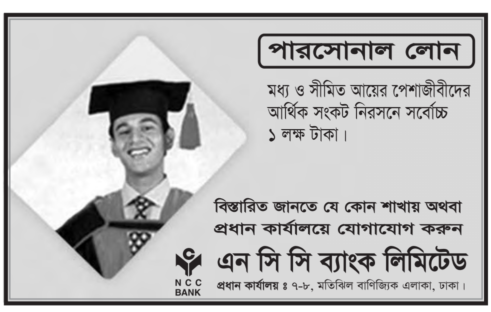

দামী কার্পেটে মোড়া এমনকি সরু স্পেসগুলোও । সকাল হলেও বাতি এখনও নেভেনি। তবে ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজার আশেপাশে কোনো মানুষজন নেই।

নিপুনা সাহসের সঙ্গে দরজায় কলিংবেলে বুড়ো আঙুলে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেলে নিপুনা দেখল সামনে একটি নার্সের পোশাক পরা যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ছিমছাম সুন্দর চেহারা। ললাটে প্রফেশনাল দক্ষতায় এক ধরনের স্মার্টনেস ঝলকাচ্ছে।

মিস নিপুনা বানু?

ইয়েস।

ওয়েলকাম। আপনার জন্য সাহেব ডাইনিং টেবিলে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসে আছেন- বলেই নার্স মেয়েটি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো। নিপুনা ভেতরে প্রবেশ করতেই নার্স পেছনের দরজা ভেজিয়ে বলল, আমার সঙ্গে আসুন।

হল ঘরের মত বিরাট ডাইনিং রুম এবং সভাকক্ষের টেবিলের মতো খাওয়ার টেবিল। আরেক প্রান্তে পত্রিকার মুখ ঢেকে যে ভদ্রলোকটি বসে আছেন যার চেহারা একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রসারিত দুই পৃষ্ঠার ভেতরে আড়াল আছে নিশ্চয়ই তিনি আবুল আব্বাস। নার্স সেদিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, গুড মর্নিং স্যার। আপনার গেস্ট মিস নিপুনা বানু প্রেজেন্ট হেয়ার। এ কথায় কাগজটি আবুল আব্বাসের মুখ থেকে নেমে গেল। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হলো ইনি তার বয়সের অংকের সঙ্গে সমানভাবে বয়স্ক হননি। নিপুনা তাড়াতাড়ি আসালামু আলাইকুম বলে পূর্ণদৃষ্টিতে মি. আবুল আব্বাসের দিকে তাকালো। পূর্ণ সুন্দর পুরুষের মতো ফর্সা চেহারা। বড় বড় দুটি চোখ। মাথায় কোঁকড়ানো চুল কাঁচাপাকা। ভুরু মোটা এবং মনে হয় তাতেও পাক ধরেছে।

এসো। আমি তো ভেবেছিলাম, শিক্ষয়ত্রী যখন তখন এর চেয়ে একটু বেশি বয়স্ক হবে। কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আজকাল সংবাদ পত্রে বালিকারা এসে জুটেছে। দেন ওয়েল কাম। এই দেখ ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। তোমার অভ্যেস না থাকলে অন্য কিছু দিতে পারে। আমার পাশে এসে বস। কি নাম যেন তোমার?

নিপুনা বানু।

হ্যাঁ। তোমার মতো কথা শুনে তো আমার আস্থা হয়েছে তুমি যে কাজে এসেছ তাতে নৈপুণ্যের পরিচয় দেবে।

টেবিলে রাখা চশমাটি চোখের ওপর চাপলেন মি. আবুল আব্বাস।

নিপুনা বুঝতে পারল যে ভদ্রলোক বেশ খোশ মেজাজেই আছে। তবে মনে হয় চোখে কোন প্রবলেম আছে। নিপুনাকে হয়ত অতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছে। নিপুনা মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তার পাশের সিটে গিয়ে বসল। আবুল আব্বাস এবার নিপুনাকে দেখছে। নিপুনা তার আয়োজন একটু দেখার সুযোগ দেয়ার জন্য খয়েরি রঙের সিল্কের আঁচলটা খানিকটা ইচ্ছাকৃত চাতুর্যে বুক থেকে খসিয়ে দিল এবং পরখ করার আগেই আবার টেনে বুকের উপর তুলে রাখল।

হ্যাঁ তোমার সঙ্গে মনে হচ্ছে কথাবার্তা কিছুক্ষণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আগে এসো ব্রেকফাস্ট সেরে নিই। সবই এখানে মজুদ আছে। কোন বিশেষ প্রভাতি খাদ্য তোমার পছন্দ হলে বল। সিস্টার তাহলে দ্রুত ব্যবস্থা করতে পারবে।

আমি ব্রেকফাস্টে অতকিছু খাইনা স্যার। আর ইংলিশ ব্রেকফাস্টে আমার অভ্যেস আছে। এখানে যা আছে তাতেই আমার চলবে।

গুড। তুমি তো তাহলে খুব অল্পে তুষ্ট নারী। এরকম মেয়েরাই সাংবাদিকতায় ভাল করে। আমাদের দেশে সব মেয়েরাই বেশি চায়। খুব বেশি।

বলেই একটু অদ্ভুদ ধরনের হাসি হাসল আবুল আব্বাস। অনেকটা খ্যাক শিয়ালের মতো।

নিপুনা দেখল যে এটাই মোক্ষম সময়। সে আচমকা প্রশ্ন করে বসল, স্যার, আপনার তো শুনেছি প্রায় শত শত কোটি টাকার বিপুল বিত্ত। জেনে এসেছি আপনি একটি মাত্র পুত্র সন্তানের জনক। এই কুবেরের ধন আপনার একমাত্র পুত্রের জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে।

একটু থামল নিপুনা।

থামলে কেন? জিজ্ঞেস করতে লেগেছো বলে যাও।

জি স্যার আমি বলতে চাইছি আপনি কি সুখী?

ঠিক জানি না। কারণ এই ধর তোমার সামনে ডিম আছে। বয়েল এগ। তুমি এটা যদি না খাও তাহলে এর সাদ সম্পর্কে কি কিছু বলতে পারবে পারবে না।

ঠিক তেমনি কখনও চেখে দেখিনি। জিনিসটা কি সেটাও দেখিনি। এই কারণে এর স্বাদ সম্পর্কেও আমার জানা নেই। আর আমার পুত্রের কথা বললে না? সে আমার বিত্ত বেসাতে তোয়াক্কা করে না। তার কোন মাতৃভূমি নেই। কারণ সে শিশুকাল থেকেই আমেরিকায় অবস্থান করছে। তার ব্যবসা হল বিজ্ঞান বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, গবেষণাগার, রসায়ন এবং প্রযুক্তি ইত্যাদি সে উৎপাদন করে ও বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য করে। সে মার্কিন নাগরিক। ধনী এবং দুর্দান্ত। আর একটা কথা মনে রেখ মিস নিপুনা। আন্তর্জাতিক ধনীদের প্রকৃতপক্ষে একটা বাসস্থান থাকলেও কোনো দেশ থাকে না। পৃথিবীর বহু বিস্তৃত আধুনিক শহরগুলোই হল তাদের রাজত্ব। আমি তেমন নেই। আমার একটা দেশ আছে। সেই দেশের নাম বাংলাদেশ।

আমার মনে হয় তুমি পুঁজিবাদ সম্পর্কে অবহিত আছ। এই পুঁজিবাদ এখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে-এর দৌরাত্ম্য কতদিন থাকবে তা যারা পুঁজিবাদ বিরোধী দর্শনের প্রবক্তা তারাও জানে না। যতটুকু জানে সবই মিথ্যা জানা। আমরা এই যুগের কলকাঠি নাড়ছি ইচ্ছা- অনিচ্ছায়। এই অবস্থাটি ব্রেকফাস্টের টেবিলে আলোচনার যোগ্য নয় এবং তুমি সে জন্য আসওনি। তোমার নেক্সট কোশ্চেন জিজ্ঞেস কর।

কাউকে কোনদিন ভালোবেসেছেন মি. আবুল আব্বাস? স্যার?

এই প্রশ্ন করার সময় নিপুনা তার শরীরকে কাত করে এমনভাবে আবুল আব্বাসের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করল যে আবুল আব্বাস প্রশ্নকারিনীর চোখে চোখ না রেখে তার উপচে পড়া বুকের উপরের জ্যোসনার ছটা প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

এইভাবে বেশ খানিকটা সময় পার হয়ে গেল। আবুল আব্বাসের চেহারা যে একটু প্রীত হয়ে উঠেছে তা টের পেয়ে নিপুনা ভেতরে ভেতরে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল।

এমনকি প্রশ্ন করতেও লিংক হারানো ধূর্ত সাংবাদিকের মতো খানিকটা দিশেহারা হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলল,

মেয়ে সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

আবুল আব্বাস হাসার চেষ্টা করল। তুমি তো একটু আগেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল কাউকে ভালোবেসেছি কিনা? না। সেই সুযোগ আমাকে দেয়নি কোনো নারী। কারণ এর আগেই যাকে বলে ভালোবাসা তার উৎস যে শরীর সেটা আমার সহজলভ্য হয়েছে। খানিকটা আড়াল থাকলে তো ভালোবাসা জন্মায়। কিন্তু যখন আড়ালই উঠে যায় তখন দুটি জিনিস থাকে না। এক হলো কৌতূহল অন্যটার নাম

কবি, ঔপন্যাসিকরা যাকে বলে প্রেম। আরও একটি হাস্যকর শব্দ তারা বলে, যার গালভরা নাম হল ভালোবাসা।

আবুল আব্বাসের এই সহজ স্বীকারোক্তিতে নিপুণা বেশ ঘাবড়ে গেল। কারণ একটু আগে এই সত্তর বছরের টাগরা বৃদ্ধকে লাল সিক্ত করার জন্য নিপুণা যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিল, এখন তা ব্যর্থ বারুদ বলে মনে হচ্ছে। নিপুণা আর কোনো প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছে না।

এর মধ্যে প্রায় পৌনে এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। নার্স মেয়েটি ঘড়ি দেখে আবুল আব্বাসের দিকে মুখ এগিয়ে বলল, স্যার আপনার নাহানার সময় হয়ে গেছে।

এই কথা শুনেই আবুল আব্বাস মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নিলেন।

এবার তাহলে মিস নিপুণা বানু আমাকে উঠতে হয়। অবশ্য তুমি বলেছ যে সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থেকে থেকে আমার কাছ থেকে উত্তর আদায় করবে। এর মানে তো নিশ্চই আমার সঙ্গে বাথরুমে ঢোকা নয়, কি বল?

আবুল আব্বাস হাসলেন। নিপুণার মনে হল তার হাসিটির মধ্যে এই মহাধনী লোকটির মানবিক সরলতা ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

ঠিক আছে স্যার, আজ এই পর্যন্তই।

পাঁচ

নিপুণা বাসায় ফিরে তার শোয়ার ঘরে ঢুকতেই টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই দীপকের গলা পাওয়া গেল।

হ্যালো নিপুণা, কখন ফিরলে?

এই মাত্র ঢুকলাম। এখনও কাপড় ছাড়িনি। কি ব্যাপার দীপক ভাই, আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ এসেছে নাকি আপনাদের চেয়ারম্যানের দিক থেকে?

সেটা তো বুঝতে পারছি না। আমাকে সম্পাদক ডাকিয়ে নিয়ে বলল, এখনই ঐ মেয়েটিকে ডেকে পাঠাও, খুব জরুরি। কোনো অঘটন ঘটিয়ে আসনি তো? সম্পাদক তোমাকে যেভাবে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তাতে তো মনে হয় তুমি কিছু একটা করে এসেছো। পোশাক পাল্টানোর দরকার নেই নিপুণা, তুমি এখনই চলে এসো।

মনে হচ্ছে দীপক ভাই আমি বরের চালে কিস্তি মাত করে এসেছি। এখনই আসছি।

খিলখিল করে হেসে ফেলল নিপুণা বানু। অন্য কামারার দরজায় দাঁড়িয়ে নিপুণা তার মার উদ্দেশে বলতে লাগল, মা আমি বাইরে যাচ্ছি, বাইরেই লাঞ্চ সারব বলে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর যথারীতি বাইরে এসে একটা স্কুটারে উঠে বসল।

অমৃতে, অফিস কাওরান বাজার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিপুণা অমৃতের অফিসে ঢুকে দীপকের কমরার দিকে একবার একপলক তাকিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ল সম্পাদকের দপ্তরে। গেটের পিওনকে বাধা দেয়ার সুযোগ না দিয়ে নিপুণা ভেতরে ঢুকে গেল।

আমি নিপুণা বানু। আপনাদের পত্রিকায় কন্ট্রিবিউট করি। আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার?

আরে এসো এসো। হাতের কলমটা টেবিলে রেখে মহা আগ্রহে আলী আসগর সাহেব নিপুণার দিকে মুখ রাখলেন। আমি তোমার কবিতা পড়েছি। ঐ যে কয়েক দিন আগে অমৃতে সাহিত্য পাতায় তোমার গুচ্ছ কবিতা ছাপা হয়েছে। খুবই লিরিক্যাল। আমি তো দীপককে এই কথা বলেছি। বসো, সামনের চেয়ারটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আলী আসগর।

নিপুণা অসংকোচে বসে পড়ল।

স্থির দৃষ্টিতে সম্পাদক আলী আসগরকে অবলোকন করতে লাগল নিপুণা। গায়ের রঙ ফর্সা। বয়স ৫০-৫৫-র বেশি হবে না। মাথায় টাক। নাক ও কান রক্তবর্ণ। নিপুণা চেনে এই ধরনের মানুষ নারী বিষয়ে একটু নির্লিপ্ত হয়। হয় কর্তব্যপরায়ণ এবং দক্ষ। একটি পংক্তি লিখেই নিজের লেখাটা দ্বীতিয়বার পরখ করে নেয়। নিপুণা আঁচল সরিয়ে দেখাবার মতো উদ্দম দেখাল না। মানুষ চেনার একটা স্বাভাবিক মানদন্ড আছে নিপুণার। লোকটার নাকের নিচে টুথব্রাশের মতো কাঁচা-পাকা গোঁফ। সামনে এস্ট্রে এবং বেনসনের প্যাকেট খোলা। মনে হয় লেখার সময় ঘনঘন ধূমপান করেন।

তুমি তো কবি।

স্যার।

আজ সকালে তুমি আমাদের চেয়ারম্যানের ইন্টারভিউ করতে গিয়েছিলে। আসলে এই পত্রিকার তিনিই মালিক, আমাদের অন্নদাতা। তোমাকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। আমাকে টেলিফোনে জানালেন তুমি খুব শার্প, ইন্টিলিজেন্ট এবং দেখতে সুন্দরী। আমাকে আরও বললেন, ও শিক্ষকতা করবে কী? ওকে তোমার পত্রিকায় নিয়ে নাও না একটা ভালো বেতন দিয়ে। আমাদের মালিক সাধারণত এ ধরনের কথা বলেন না। তোমাকে তার খুব পছন্দ হয়েছে কবি নিপুণা বানু। তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে পত্রিকায় এডজর্ব করে নিই। এই অফারটা জানানোর জন্য তোমাকে এত্তেলা পাঠিয়েছি। আমি জানি তুমি এখনও ঘরে ফিরে পোশাকও বদল করতে পারনি। ছুটে আসতে হয়েছে এখানে। এখনই তোমার মতামত জানাতে হবে না। চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে জানিয়ে দিও। তবে তোমাকে এ কথা বলতে চাই যে, এটা চেয়ারম্যানের তরফ থেকে অযাচিত উপহার কবি নিপুণা বানু। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে পার।

এবার একটি সিগারেট তুলে নিলেন সম্পাদক আলী আসগর। নিপুণা অনেক্ষণ পর্যন্ত তার ধূমপানের দৃশ্যটি নিরাসক্তভাবে দেখতে লাগল। কোনো জবাব দিল না।

কিছু তো বল?

লোভনীয় অফার সন্দেহ নেই। আপনি মুরব্বি মানুষ, বুঝতে পারবেন যে আমি একজন দরিদ্র স্কুল শিক্ষিকা মাত্র। এরকম আকর্ষিক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেলে নিশ্চই ভেবে-টেবে দেরি করা উচিত হবে না। আপনি আমকে যা বলবেন, যে কাজ করতে বলবেন সেটা বাংলা ভাষা বা ইংরেজি ভাষা হলেও আমি করতে পারব। আপনি আমার কবিতা পড়েছেন। আপনার ভালো লেগেছে। আমি শুধু আপনার কাছে একটাই প্রার্থনা করব। যদি আপনি সাহায্য করেন, সব রকম অর্থ-বৃত্ত, লোভের মধ্যে আমি কবি থাকার চেষ্টা ছেড়ে দেব না। এই আমার বক্তব্য। এবার স্যার আমি উঠি। আপনার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তাহলে অন্তত আরও দের ঘন্টা দেরি করতে হবে। আমি বরং বাড়ি যাই। স্নানাহার করে একটু ঘুমিয়ে নেব।

ঠিক আছে যাও। আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। এই অবস্থায় তোমার একটু বিশ্রাম দরকার। যাওয়ার সময় শুধু একটা কথা বলে যাও। আমাদের চেয়ারম্যানকে তোমার কেমন মনে হল?

হেসে ফেললেন আলী আসগর।

সোনার মারবেল নিয়ে খেলছে একটা শিশুর মতো মনে হল স্যার। সে কোন দিন মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র এবং আপনজনের কোনো স্নেহ-ভালোবাসা পায়নি। সবকিছুই তাকে কিনতে হয়েছে।

- e¤wKs m wK'Z h Kvb Awf hvM c avb Kvh'vj qi Awf hvM m j c iY Ki b|
- M vnK i Awf hvM we ePbvi Rb¤ c avb Kvh'vj qi Awf hvM mj MVb Kiv n q Q| c qvR b Awf hvM m j i mv _ hvMv hvM Ki b| dvb : 9566287, 7125004

এন সি সি ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয় ঃ ৭-৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

আসলে বেচা-কেনার মানুষ তিনি। এর বেশি এই মুহূর্তে তো আর কিছু বলা যাচ্ছে না। আমাকে আরও কিছু সময় দিলে আমি তার উপর যে স্টোরি তৈরি করব তা দেশবাসীকে চমকে দেবে। একজন ধনী মানুষের অসহায়তা আসলে পুঁজিবাদের ভেতরকার অচল অবস্থায় একজন ব্যক্তি মানুষের মধ্যে যে যাতনার সৃষ্টি করে, কোটিপতি আবুল আব্বাস তার একটি রক্ত-মাংসের তৈরি স্কাল্পচার মাত্র। তার দৃষ্টি শূন্য কিন্তু অপরিমের লালসাবৃত্তির ফলে যে বিতৃষ্ণা একজন পুরুষের মধ্যে জন্ম নেয়, আবুল আব্বাস এখন সেই বিষাদে ভুগছেন। অবস্থাটা এমন- সব চেখেছি, সব দেখেছি এখন আমার খিদে মেটাবার জন্য কী আছে পৃথিবীতে!

মিস নিপুণা বানু, তুমি তো ঘোর সমাজতন্ত্রী মনে হচ্ছে। মার্কসবাদী?

হেসে প্রশ্ন করলেন আলী আসগর।

নিপুণাও হাসল। আপনি কি এ দেশের দরিদ্র সব শিক্ষিত মানুষকেই মার্কসবাদী ভাবেন? না, আমি অবশ্য সেই অর্থে মার্কসবাদী নই। আমি বস্তুবাদের ওপর নতুন সন্দেহবাদীদের দলে পড়ি। আস্তিকত্ত বলতে পারেন আমাকে। তবে সমাজতন্ত্রীতে সংঘবদ্ধ অর্থাৎ পার্টি প্রক্রিয়ার বিপ্লবে বিশ্বাস করি।

বুঝলাম। অত্যন্ত ধূর্ত এবং বই পড়া মেয়ে তুমি। ধরা দিতে চাও না। ঠিক আছে এসো। যাওয়ার আগে বলে দিচ্ছি, তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমারও ভালো লেগেছে। কবিতা লেখা কেন ছাড়বে? আমি তোমাকে খুব বেশি না পারলেও কবিতার জন্য সময় করে দেব।

হাসলেন আলী আসগর।

আর কোনো কথা না বলে নিপুণা তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছয়

পরের দিন ব্রেকফাস্টের সময় নিপুণা গিয়ে আবুল আব্বাসের ফ্ল্যাটের দরজায় কলিংবেলের বোতামে টিপ দিতেই বেরিয়ে এল নার্স। মুখ বাড়িয়ে বলল, ওয়েলকাম রিপোর্টার। আমার স্যার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

নিপুণা নার্সকে পাশ কাটিয়ে সোজা গিয়ে আবুল আব্বাসের পাশের আসনে বসে আসলামুআলাইকুম বলল।

আবুল আব্বাস হাতের ইশারায় সালামের জবাব দিয়ে নার্সের দিকে ফিরে বলল, সিস্টার তোমার আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। ঘন্টাখানেক পরে আমি তোমাকে ডেকে নেব। এখন এর সঙ্গে আমাকে একটু নিভৃতে আলাপ করতে দাও।

নার্স ইশারা বুঝতে পেরে দ্রুত ডাইনিং হল থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

খাও মিস নিপুণা, যা তোমার খুশি। যে পরিমাণ পার খেয়ে নাও। আমি অবশ্য আজ তোমাকে নিয়ে একটু বের হব। বের হব মানে একটি কমিটি মিটিংয়ে যাব। আমার সঙ্গে তুমি গাড়িতে যাবে এবং তোমার যা কিছু প্রশ্ন করার আছে তা করবে। কমিটি মিটিং রুমে তোমার প্রবেশের প্রয়োজন হবে না। আমি সেখানে তোমার আরামের ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমার চেম্বারে।

এই কথায় নিপুণা দ্রুত হাতে জেলি মাখানো টোস্ট করা পাউরুটির ভাঁজ মুখে তুলে নিল এবং সামনে হাতের কাছে নাস্তার যে আয়োজন সাজানো ছিল সেখান থেকে বেছে বেছে কয়েকটি পদ খেয়ে নিয়ে মুখ মুছে নিল। তারপর কফিতে চুমুক দিতে দিতেই প্রশ্ন করল।

আপনি তো বাংলাদেশের ধনীদের মধ্যে একজন। আপনি আমাকে বলেছেন, আপনি সবকিছু চেখেছেন, খেয়েছেন এবং ভোগ করেছেন। এতে তো মানুষের আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যায়।

আমাকে বলুন, আপনার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা কিছু আছে?

দারুণ প্রশ্ন। লিখে নাও আমার জবাব।

নিপুণা দ্রুত হাতে তার নোট বইয়ে লিখতে শুরু করল।

লেখ, আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নৈসঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা। আমি কারও না কারও আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও নিঃশর্ত কলরব চাই। কোনো বিনিময় অর্থাৎ বেচা-কেনা এর মধ্যে থাকবে না।

আমি অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার আপনার কথা ঠিক মতো বুঝতে না পারলেও একটা জিনিস বুঝেছি যে, আপনি যা চান তা আপনার নিজের তৈরি করা সমাজে সম্ভব নয়। কারণ এই যে আমি আপনার একটি ইন্টারভিউর ছুতোয়া এখানে হাজির হয়েছি, আমারও একটা পাওনা আছে। আমার পাওনাটা আন্দাজ করে গতকালই অমৃতে সম্পাদককে অপনি জানিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমি একটা পদ আশা করি, এই কারণে নিঃশর্ত সম্পর্কটা আশা করা যায়। আপনি আমাকেও প্রলুব্ধ করছেন। আর বলতে দ্বিধা নেই, আমিও আপনার মাকড়সার জালে লেগে যাওয়া মাছির মতো এখন খাবি খাচ্ছি।

তুমি কি কমিউনিস্ট?

যে অর্থে একজনকে কমিউনিস্ট বলা যায়, আমি তেমন নই। তবে আমি ধনবাদ সমাজের অবসান কামনা করি। এর ধ্বংস চাই।

তা তো চাও। কিন্তু এর জন্যে তো লড়াই তোমরা ছেড়ে দিয়েছ। ভাবো এমনিতেই পুঁজি-সমাজ এবং জগৎ একদিন ভেঙে পড়বে। এটা তো দৈবে বিশ্বাস। ধনবাদী সমাজ তোমাদের নিয়ে চিন্তিত নয়। কারণ তোমরা তো যুদ্ধ করছ না। যারা যুদ্ধ করছে তারা ধর্মান্ধ এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে তোমরা তাদের আক্রমণ করে থাক। অথচ তারা এতই শক্তিশালী যে, একই সঙ্গে পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেছে।

ভীতশন্ত্রস্ত করে তুলেছে ধনবাদী বিশ্বকে। এদের সঙ্গে যুদ্ধটা এতই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে যে, কী হবে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছে না। অন্যদিকে মানবসমাজ নিশ্চিহ্ন করে দেবার মতো অস্ত্রের বৈভব পুঁজিবাদ নিজের মজুদে সাজিয়ে রেখেছে। আর ধর্মান্ধদের অস্ত্রাগারে আছে একটি মাত্র শব্দ 'আল্লাহ'।

হাসলেন আবুল আব্বাস।

এ সময় আঁচল সরিয়ে নিপুণা তার পরিপূর্ণ উপচে পড়া বক্ষের জ্যোৎস্না একঝলক উন্মুক্ত করল।

আবুল আব্বাস আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে হাসলেন। তুমি খুবই সুন্দরী সন্দেহ নেই। লিফটে নিচে নেমে গিয়ে আমার গাড়িতে অপেক্ষা কর। তোমাকে গাড়িতে উঠিয়ে নেবার জন্য মোবাইলে বলে দিচ্ছি। আমি শুধু একটা হালকা স্যুট গায়ে চাপিয়ে নিচে আসছি। তিনি টেবিলে একটা বাটিতে চামচের শব্দ করতেই কোত্থেকে যেন ছুটে এল নার্স।

সিস্টার মিস নিপুণাকে আমার গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে এসো।

মানি গ্রাম
MoneyGram International Money Transfers
বিশ্বখ্যাত মানিগ্রাম এর সহায়তায় বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে মাত্র কয়েক মিনিটে স্বদেশে অর্থ প্রেরণের সুবিধা
বিস্তারিত জানতে যে কোন শাখায় অথবা প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন
এন সি সি ব্যাংক লিমিটেড
NCC BANK
প্রধান কার্যালয়ঃ ৭-৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

নার্স এগিয়ে এসে নিপুনার হাত ধরল। আসুন মিস নিপুণা বানু। নিপুণা সিস্টারকে অনুসরণ করে লিফটের দিকে চলে গেল।

সাত

গাড়িতে উঠেই আবুল আব্বাস নিপুণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল এবং তার হাতটা তুলে দিল নিপুণার কাঁধের ওপর।

নিপুণা বাধা দিল না। আপনি আমাকে সমাজতন্ত্রী বলে নিশ্চয়ই একটু অবজ্ঞা করবেন। কিন্তু আমি যদি আপনার কাছে জানতে চাই, পুঁজিবাদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের মধ্যে আপনি কি একবারও এর পতনের সম্ভাবনা দেখেন না?

না মিস নিপুণা বানু। পুঁজিবাদ হল একটি অর্থনৈতিক অসম বন্টনের নাম মাত্র। কিন্তু এই অসম ব্যবস্থাটি যারা টিকিয়ে রাখতে চায় যেমন আমি, তারা কিন্তু কোন না কোনভাবে সব বিবর্তনের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে থেকে যাচ্ছি। তারা সমাজতন্ত্রের মধ্যেও থাকবে এবং তোমাদের যে স্বপ্ন কমিউনিজমে পৌছার যে আকাঙ্ক্ষা সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেও আমরা থাকব। তুমি পৃথিবী থেকে মন্দ লোককে নিকেশ করবে কীভাবে? ধর্মান্ধরা বলে, আল্লাহর ভয় দেখিয়ে তারা তা নিঃশেষ করতে সক্ষম হবে। হয়ত হবে।

উচ্চ হাস্য করলেন আবুল আব্বাস এবং নিপুণাকে তার ডান হাত দিয়ে আরও কাছে আকর্ষণ করলেন। নিপুণা স্বাভাবিক সতর্কতায় নিজেকে গলিয়ে তার দেহের সঙ্গে লেপটে রইল।

আমি তোমাকে সম্রাজ্ঞী করে দিতে পারি।

কিন্তু আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করি না। এই মুহূর্তে আমাকে ভোগ করার লালসা জেগেছে আপনার। এর আগেও হয়ত কারো কারো উপর আপনার এমন লালসা জন্মেছে, ভাবুন তারা এখন কোথায়? তাদের কাউকেই আপনি সম্রাজ্ঞী করে দেননি। আপনি সম্রাজ্ঞী করে দেবেন- এর বিশ্বাস নেই। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবুল আব্বাস এক ঝটকায় নিপুণাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

কিন্তু নিপুণা তার কথার আবার পুনরাবৃত্তি করল। বলুন মিস্টার আবুল আব্বাস, আমার আগে যাদের সম্রাজ্ঞী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারা এখন কোথায়?

নিপুণার গলা বাজখাই হয়ে উঠল যেন ঈগল বংশের এক নারী ঈগল। তার চক্ষু এবং নখ দিয়ে কোনো বুড়ো সিংহকে জাপটে ধরেছে। গাড়িটা তখন জনবহুল ঢাকার রাস্তা দিয়ে খানিকটা নিস্প্রভ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার লোকজন অনেকেই এই আসাধারণ, বিশাল গাড়ির দিকে ঘার ফিরিয়ে দেখছিল। নিপুণা একবার মাত্র ঘার ফিরিয়ে রাস্তার দিকে দেখল, জগৎ যেমন কর্মমুখর থাকে, তেমনি ঢাকা শহর থিক থিক করছে চলমান মানুষের মাথায়।

আমাকে ইনসিস্ট করবে না মেয়ে। সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন আবুল আব্বাস।

আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন স্যার? একটু আগেই কিন্তু আপনি আমকে সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমিও সম্রাজ্ঞী হতে চাই। আমার দেহসৌষ্টব আপনাকে উজার করে দিয়েই আমি রানী হতে চাই। কিন্তু আমাকে বলতে হবে, এর আগে আপনি যাদের সম্রাজ্ঞী করে দিয়েছিলেন তাদের ঠিকানা কোথায়।

আমি তো বলেছি, আমাকে চ্যালেঞ্জও করবে না মেয়ে। জান, আমি তোমাকে গাড়িতেই গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি।

সে শক্তি আপনার নেই মি. আবুল আব্বাস। কারণ গায়ের জোরে আপনি আমার সঙ্গে পারবেন না। তাছাড়া আমি ব্ল্যাক বেল্ট, কংফু খেতাবধারী। বরং আমি আপনার গর্দানের হাড়ে এমন আঘাত করতে পারব যাতে এক মাস আপনি বিছানা ছাড়তে পারবেন না।

এই কথায় মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির ড্রাইভার ঘার ফিরিয়ে নিপুণাকে দেখে নিয়ে বলল, আপনারা এসব কী কান্ড করছেন ম্যাডাম? আপনি কি জানেন ম্যাডাম, চেয়ারম্যান সাহেব হার্টের রোগী। থাক আমি চেম্বারের সামনে এসে পড়েছি। ঝগড়া না করে স্যারকে নিয়ে লিফটে গিয়ে উঠুন।

এ সময় আবুল আব্বাস আচমকা নিপুণার হাঁটু দুটি খামচে ধরল। আমাকে মের না। আমি মরতে চাই না। আসলে আমি দয়া চাই, মায়া চাই, স্নেহ-মমতা চাই। টাকার বিনিময়ে নয়। মনুষত্বের বিনিময়ে। যাদের কথা তুমি জিজ্ঞেস করেছ তারা হারিয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি খুনি। আমি বহু মানুষের জীবন যন্ত্রণার কারণ। আমাকে দয়া কর নিপুণা বানু। তুমি তো কবি। আমার জন্য একটি পংক্তি রচনা কর।

আমি এসব কিনতে চাই না। তোমাকে আমি কোনো বিনিময় দেব না। অথচ তুমি আমাকে দেবে। আমি মানবজাতের সর্বনাশ। আমি পুঁজিবাদের খড়গ। আমাকে তোমার দিকে নিয়ে যাও। তুমি তো কোথায় যেন কোন সমাজবাদের দেশে যাবে? আমাকে নিয়ে যাও। আমি সেখানে তোমার পা ধুইয়ে দেব। তোমার পায়ে আলতা পারিয়ে দেব। কিন্তু টাকা দেব না, ডলার দেব না। কারণ ডলার হল মৃত্যুচিহ্ন খচিত পুঁজির ছাপ মাত্র। আমাকে তোমার স্বপ্নের দেশে নিয়ে যাও। তুমি না কবি। তাহলে কেন আমাকে মেরে ফেলতে চাও আমাকে মেরে কি তুমি পুঁজির দৌরাত্ম্য থামাতে পারবে? যদি পার তাহলে আমাকে মেরে ফেল।'

বলতে বলতে আবুল আব্বাস ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছে দেখে নিপুণা দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল এবং তার লালাট চুম্বন করে বলল, হায়রে শিশু, হায়রে মানুষ, পুঁজির যাতনায় তুমি কত অসহায়। নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্র। মানুষের সাম্য, মানুষের ধর্ম তোমাকে দয়া করবে, বলতে বলতে বৃদ্ধ আবুল আব্বাসকে একটি শিশুর মতো বুকের উপর চেপে ধরল নিপুণা বানু।

আকাশে সূর্য অনেক দূর উঠে গেছে। শেভ্রলে গাড়িটা এসে একটা বিশাল ইমরাতে সামনে দাঁড়িয়েছে।

নিপুণ ড্রাইভারকে বলল, স্যারকে নামাতে আমাকে একটু সাহায্য করুন তো। আর আজ কোনো কমিটি মিটিং হবে না। ঢাকার রাক্ষসগুলো যেন চেয়ারম্যান আবুল আব্বাসকে বিরক্ত না করে। বলবেন, আমি তার সেক্রেটারি নিপুণা বানু এই নোটিশ জারি করেছে।

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**

কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কীম
মধ্যবিত্ত ও সীমিত আয়ের মানুষের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা।
বিস্তারিত জানতে যে কোন শাখায় অথবা প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন
NCC BANK
এন সি সি ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয় ঃ ৭-৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।